# জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

বিটিএমসি ভবন (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
হেল্পলাইন : ১৬১০৮
পিএবিএক্স : ০২-৫৫০১৩৭২৬-২৮
ই-মেইল : info@nhrc.org.bd, complaint@nhrc.org.bd




## মানবাধিকার সুরক্ষায় তারুণ্যের অভিযাত্রা

# মানবাধিকার দিবস

১০ ডিসেম্বর ২০১৯

## ক্রোড়পত্র

---



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

**রাষ্ট্রপতি**
**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ**
**বঙ্গভবন, ঢাকা।**

২৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৬
১০ ডিসেম্বর ২০১৯

## বাণী

মানবাধিকার সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও 'মানবাধিকার দিবস' উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। তরুণরা জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার। এ প্রেক্ষাপটে মানবাধিকার দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য 'মানবাধিকার সুরক্ষায় তারুণ্যের অভিযাত্রা' অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি।

মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ কর্তৃক মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়। এরপর থেকে প্রতি বছর মানবাধিকার বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডিসেম্বরের ১০ তারিখে মানবাধিকার দিবস পালিত হয়ে আসছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সাম্য, ন্যায়বিচার ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ১৯৭২-এর সংবিধানে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সকল মানবাধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়। মানবাধিকার সুরক্ষাকল্পে সরকার ২০০৯ সালে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করে। একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে এ কমিশন মানবাধিকার সুরক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও মানবাধিকার সমুন্নত রাখা রাষ্ট্রের পাশাপাশি সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব। আমি নারী, শিশু ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীসহ সকল নাগরিকের মানবাধিকার রক্ষায় সরকারি-বেসরকারি সংস্থার পাশাপাশি সর্বস্তরের জনগণকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।

মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে আশ্রয় দিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশ ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছে। রোহিঙ্গাদের আশ্রয়দানে মানবিক ও দায়িত্বশীল নীতির অনন্য নেতৃত্বের স্বীকৃতি হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'মাদার অব হিউম্যানিটি' খেতাবে ভূষিত হয়েছেন। ২০১৮ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের ৭৩তম অধিবেশনে বাংলাদেশ ১৭৮টি রাষ্ট্রের ভোট পেয়ে জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হয়েছে, যা মানবাধিকার রক্ষায় সরকারের অব্যাহত প্রচেষ্টার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি বলে আমি মনে করি। আমি আশা করি, মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় ভুক্তভোগীদের প্রতিকার পাওয়ার পথ সুগম করতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনসহ সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

আমি 'মানবাধিকার দিবস' উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

**মোঃ আব্দুল হামিদ**

---



## বঙ্গবন্ধু ও মানবাধিকার

মানবাধিকার সার্বজনীন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গভেদে সবার জন্য সমান। এ অধিকার মানুষের জন্মগত, যা কেউ কেড়ে নিতে পারে না। মানবাধিকার দেশের সীমা রেখা দিয়ে সীমাবদ্ধ নয়। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর তরুণ বয়স থেকেই মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষায় নিরলস কাজ করে গেছেন। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণাপত্রে মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সুস্পষ্ট অঙ্গীকার রয়েছে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে প্রণীত আমাদের মহান সংবিধানের প্রস্তাবনায় সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত করনের যে অঙ্গীকার রয়েছে তা ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত সার্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণাপত্রের সঙ্গে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ।

---



**স্পীকার**
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

২৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৬
১০ ডিসেম্বর ২০১৯

## বাণী

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের উদ্যোগে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও মানবাধিকার দিবস উদযাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ মহতী উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এ বছর মানবাধিকার দিবসের প্রতিপাদ্য হলো– 'Youth Standing Up for Human Rights'; বাংলায় 'মানবাধিকার সুরক্ষায় তারুণ্যের অভিযাত্রা'। সময়ের প্রেক্ষাপটে বিষয়টি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। মানবাধিকার সুরক্ষা ও সমুন্নত রাখতে তারুণ্যের ভূমিকা অনস্বীকার্য। অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে তরুণরাই প্রথম সোচ্চার হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধেও তরুণরা অসামান্য অবদান রেখেছিল।

মানবাধিকার মানুষ জন্মসূত্রে অর্জন করে। বাংলাদেশের সংবিধান জনগণকে সেই অধিকার প্রাপ্তির নিশ্চয়তা দিয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর গৃহীত সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের প্রতিফলন রয়েছে। সংবিধান অনুযায়ী কোনো নাগরিককে তার আইনসঙ্গত অধিকার থেকে বঞ্চিত করার কোনো সুযোগ নেই। বাংলাদেশে মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০০৯ সালে জাতীয় মানবধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কমিশন মানবাধিকার সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। আমি মনে করি, নারী ও শিশুসহ সকলের অধিকার সমুন্নত রাখতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে আরও সোচ্চার যেমন হতে হবে, তেমন মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতাও বাড়াতে হবে। সাম্য, ন্যায়বিচার ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে। ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকার নিশ্চিত করতে সহায়ক ভূমিকা রাখতে হবে। বাংলাদেশ লিঙ্গবৈষম্য কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় অগ্রগতি সাধন করেছে। নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে রোল মডেল। এমডিজি অর্জনে বাংলাদেশের সাফল্য বিশ্বদরবারে প্রশংসিত হয়েছে। সমতা, ন্যায়বিচার এবং মানুষের মর্যাদা নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে দেশ এসডিজি অর্জনেও একই রকম সাফল্য দেখাবে বলে আমার বিশ্বাস রয়েছে। বৈষম্যহীন সমাজ গঠনে রাষ্ট্রের পাশাপাশি সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব রয়েছে। আমি পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীসহ সকল নাগরিকের মানবাধিকার রক্ষায় সরকারি-বেসরকারি সংস্থার পাশাপাশি সর্বস্তরের জনগণ, বিশেষত তরুণদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

**ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এমপি**

---



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

**প্রধানমন্ত্রী**
**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার**

২৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৬
১০ ডিসেম্বর ২০১৯

## বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের উদ্যোগে ১০ ডিসেম্বর 'বিশ্ব মানবাধিকার দিবস' পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষায় তরুণ সমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তাই দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'মানবাধিকার সুরক্ষায় তারুণ্যের অভিযাত্রা' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তরুণ বয়সেই মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করেন। তিনি আজীবন বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম করেছেন। মানুষের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য বারবার কারাবরণ করেছেন। জাতির পিতা চেয়েছিলেন শোষণ ও বঞ্চনামুক্ত বাংলাদেশ গড়তে যেখানে প্রতিটি মানুষ মানবিক মর্যাদা, সাম্য ও ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা লাভ করবে। তিনি ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারকে রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেন।

আওয়ামী লীগ সরকার মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। নির্যাতনের মুখে মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের আমরা আশ্রয় দিয়েছি। তাদের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তাসহ নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনের লক্ষ্যে বিশ্ব সম্প্রদায়কে সম্পৃক্ত করে প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

আমরা দেশের জনগণের মানবাধিকার সুরক্ষায় বদ্ধপরিকর। আমরা সকল মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিচার করার মাধ্যমে দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় কাজ করে যাচ্ছি। জাতির পিতার হত্যার বিচারের রায় কার্যকর করা হয়েছে। '৭১-এর যুদ্ধাপরাধী-মানবতাবিরোধীদের বিচারের রায় কার্যকর করা হচ্ছে।

আমরাই ২০০৯ সালে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন প্রণয়ন করি। সরকার ইতোমধ্যে কমিশনকে শক্তিশালী করার বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। বর্তমানে কমিশন স্বাধীন এবং নিরপেক্ষভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান সরকারের সময় বাংলাদেশ তিনবার জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের সদস্য পদে নির্বাচিত হয়েছে। আমরা মানবাধিকার সুরক্ষার লক্ষ্যে শ্রমিকের অধিকার, শিশু, নারী, প্রতিবন্ধীর অধিকারসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কনভেনশনে স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন করেছি। এ সকল কনভেনশন কার্যকর করার লক্ষ্যে আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীসহ সকল মানুষের মানবাধিকার সুরক্ষা, সমঅধিকার, অর্থনৈতিক ক্ষমতা নিশ্চিতকরণে সরকার ইতোমধ্যেই বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে এবং ভবিষ্যতে আরও করবে।

আমি মানবাধিকার সুরক্ষার কাজে নিয়োজিত জাতীয় মানবাধিকার কমিশনসহ সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী, সিভিল সোসাইটি, গণমাধ্যম, মালিক ও শ্রমিক সংগঠনসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখার আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

**শেখ হাসিনা**

---



**মন্ত্রী**
আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৬
১০ ডিসেম্বর ২০১৯

## বাণী

"মানবাধিকার সুরক্ষায় তারুণ্যের অভিযাত্রা"– এ প্রতিপাদ্য নিয়ে এ বছর পালিত হচ্ছে বিশ্ব মানবাধিকার দিবস। এ মহান দিবসে বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল মানুষের প্রতি রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার রক্ষা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতিসংঘ কর্তৃক মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়। ৩০ লাখ শহীদের আত্মত্যাগ এবং ২ লাখ মা-বোনের নির্যাতনের বিনিময়ে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠিত হওয়ার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘ কর্তৃক মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের প্রতি সম্মান জানিয়ে মানবাধিকারকে রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার এই মূলনীতি বাস্তবায়নে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তাঁর সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টার কারণেই বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড, জাতীয় চার নেতা হত্যাকাণ্ড ও ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধসহ বড় বড় মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিচার হয়েছে। বাংলাদেশে স্বাধীন ও সংবিধিবদ্ধ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ তিন তিনবার জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের সদস্যপদ লাভ করেছে। মিয়ানমারে মানবতাবিরোধী অপরাধের শিকার রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে আশ্রয় পেয়েছেন এবং মানবিক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বিশ্বদরবারে উজ্জ্বল হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ মানবাধিকার সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ ৮টি আন্তর্জাতিক দলিলে স্বাক্ষর ও অনুসমর্থনকারী দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

বর্তমানে দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সব ধরনের সন্ত্রাস মোকাবিলায় কাজ করছে সরকার। পাশাপাশি মানবাধিকার-সংশ্লিষ্ট উচ্চ আদালতের বিভিন্ন রায় ও আদেশ দ্রুত কার্যকর করার যথাযথ পদক্ষেপও নেওয়া হচ্ছে। মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীদের বিষয়ে সরকারের অবস্থান একেবারে পরিষ্কার। বাংলাদেশে যারাই মানবাধিকার লঙ্ঘন করবে তাদেরই আইনের আওতায় এনে বিচার করা হবে।

আমি মনে করি, মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও মানবাধিকার সমুন্নত রাখা সকলের দায়িত্ব। তাই মানবাধিকার সুরক্ষায় সরকারের পাশাপাশি সকল বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী, সিভিল সোসাইটি, আইনজীবী, গণমাধ্যম, মালিক ও শ্রমিক সংগঠনসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

সারাবিশ্বে মানবাধিকার সুসংহত এবং সুদৃঢ় করার ব্যাপারে তরুণদের ভূমিকা অপরিহার্য। তাই শোষণ-বঞ্চনামুক্ত ও বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় তাদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। তাদের এ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে মানবাধিকার রক্ষা এবং সুপ্রতিষ্ঠার এক সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ উন্মোচিত হবে। আমার আহ্বান, তরুণরা যেন এ ব্যাপারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।

বিশ্ব মানবাধিকার দিবস-২০১৯ উপলক্ষে আয়োজিত সকল অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করছি।

আনিসুল হক, এমপি

---

## মানবাধিকার সুরক্ষায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

**ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ, সার্বক্ষণিক সদস্য**



প্রতিবছরের মতো এ বছরও জাতীয় মানবাধিকার কমিশন মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এবারের মানবাধিকার দিবসের প্রতিপাদ্য 'মানবাধিকার সুরক্ষায় তারুণ্যের অভিযাত্রা'। বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধে তরুণরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। বিশ্বের প্রতিটি দেশে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তরুণদের অবদান অনস্বীকার্য। মানবাধিকার সুরক্ষার ক্ষেত্রেও তরুণরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। তাই আমি মনে করি, মানবাধিকার দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এ বছর জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পথচলার এক দশক পূর্ণ হলো। অর্থাৎ, বাংলাদেশে মানবাধিকার সুরক্ষার এক দশক। ফলে, ২০১৯ সাল আমাদের জন্য আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ।

### জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কী ও কেন

মানবাধিকার রক্ষা এবং তার উন্নয়নের প্রধান দায়িত্ব রাষ্ট্রের। রাষ্ট্র তার প্রশাসন, বিচার ও আইন বিভাগের মাধ্যমে জনগণের মানবাধিকার রক্ষায় কাজ করে। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র নিজ দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়নে রাষ্ট্রকে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদানের জন্য জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান গঠন করে। রাষ্ট্র কর্তৃক গঠিত হলেও জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানগুলো স্বাধীনভাবে কাজ করে। তারা দেশের সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে এবং যথাযথ পর্যালোচনা শেষে রাষ্ট্রকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করে। বিভিন্ন বিষয়ে নিজস্ব পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সরকারকে মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করে এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের তদন্তের মাধ্যমে চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সরকারকে পরামর্শ প্রদান করে। দেশে দেশে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে বিশ্বে প্রায় ৬৭টি রাষ্ট্রে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন রয়েছে।

বাংলাদেশে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন-২০০৯ দ্বারা ২০১০ সালের ২২ জুন একজন চেয়ারম্যান, একজন সার্বক্ষণিক সদস্য এবং পাঁচজন অবৈতনিক সদস্যের সমন্বয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয়।

### জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যাবলি

বাংলাদেশের জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের এখতিয়ার যথেষ্ট বিস্তৃত। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তিসমূহ বাংলাদেশ যার পক্ষভুক্ত, ইত্যাদি দলিলপত্রে এই এখতিয়ার সংরক্ষিত। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯-এর ধারা-১২ অনুযায়ী কমিশনের কার্যাবলি নিম্নরূপ–

দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮-এর অধীন একটি দেওয়ানি আদালতের অনুরূপ ক্ষমতাবলে যে কোনো ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত অভিযোগের তদন্ত করা। কমিশনে অভিযোগ দায়ের না করা হলেও কমিশন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে (suo moto) অভিযোগ গ্রহণ করতে পারবে;

জেলখানা, থানা হেফাজত ইত্যাদি আটকের স্থান পরিদর্শন করে তার উন্নয়নের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করা; হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে সেসবের উন্নয়নে সরকারকে সুপারিশ প্রদান; দেশের প্রচলিত আইনের আওতায় স্বীকৃত ব্যবস্থাসমূহ পর্যালোচনা করে এর কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে সুপারিশ প্রদান; মানবাধিকার বিষয়ক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দলিলের ওপর গবেষণা করা এবং সেগুলোর বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে সুপারিশ প্রদান; আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের সঙ্গে দেশীয় আইনের সামঞ্জস্য ও সমন্বয় বিধানে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ; মানবাধিকার বিষয়ে গবেষণা করা এবং শিক্ষা ও পেশাগত প্রতিষ্ঠানে এগুলোর বাস্তবায়নে ভূমিকা পালন করা; প্রচার, প্রকাশনা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ এবং অনুরূপ অন্যবিধ ব্যবস্থার মাধ্যমে মানবাধিকার বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি; আপসের মাধ্যমে নিস্পত্তিযোগ্য কোনো অভিযোগ মধ্যস্থতা ও সমঝোতার মাধ্যমে নিস্পত্তি করা; মানবাধিকার সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যসহ অন্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা; মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি/ সেবাপ্রার্থীকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রদান; মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে আদালতে বিচারাধীন কোনো মামলায় বা আইনগত কার্য ধারায় প্রয়োজনে পক্ষ হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা বা ভুক্তভোগীকে আইনি সহায়তা প্রদান করা।

তদন্ত প্রতিবেদনে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ প্রমাণিত হলে কমিশন মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির পক্ষে অথবা স্বয়ং রিট করতে পারে।

### জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ দায়েরের পদ্ধতি

জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে যে কোনো বয়সের দেশি বা বিদেশি যে কোনো ব্যক্তি কমিশনে অভিযোগ করতে পারেন। অর্থাৎ গ্রামে বা শহরের, সমতলের বা পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর ধনী, গরিব, কৃষক, শ্রমিক, শিক্ষিত অথবা অশিক্ষিত যে কেউ কমিশনে অভিযোগ করতে পারেন। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি নিজে অথবা তার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানও অভিযোগ করতে পারেন। অবস্থা বিবেচনায় কমিশন নিজউদ্যোগেও অভিযোগ গ্রহণ করতে পারে।

কেউ যদি মনে করেন যে, মানুষ হিসেবে রাষ্ট্রের কাছে তার জীবন, সমতা ও মর্যাদার যে অধিকার পাওনা আছে, তা ক্ষুণ্ন হয়েছে কিংবা ক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় বা সরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন বা কোনো জনসেবক বা কোনো ব্যক্তি কর্তৃক মানবাধিকার (জীবন, অধিকার, সমতা ও মর্যাদা সংক্রান্ত অধিকার) লঙ্ঘন করা হয়েছে বা লঙ্ঘনের প্ররোচনা দেওয়া হয়েছে বা এসব অধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে অবহেলা করা হয়েছে, তাহলে মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ করা যায়।

কমিশনের নির্ধারিত ফরমে অথবা সাদা কাগজে হাতে লিখে বা টাইপ করে, কমিশনের অফিসে নিজে অথবা প্রতিনিধির মাধ্যমে উপস্থিত হয়ে অথবা ডাক মারফত, ফ্যাক্স অথবা ই-মেইলের মাধ্যমে অভিযোগ পাঠানো যায়। অভিযোগের সঙ্গে অন্যান্য কাগজপত্র, ছবি, অডিও, ভিডিও ক্লিপ ইত্যাদি সংযুক্ত করা যেতে পারে। অনলাইনে অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সফটওয়্যারের মাধ্যমে অভিযোগ দাখিল করা যায়। অনলাইনে অভিযোগ দাখিল করার জন্য ভিজিট করুন : www.complaint.nhrc.org.bd. এরপর পরবর্তী নির্দেশনা অনুসরণ করুন।

(১) অভিযোগ গ্রহণ করার পর কমিশনের বাছাই সেল অভিযোগটির আইনগত দিক পরীক্ষা করে দেখবে;
(২) বাছাই সেল যদি দেখে যে আবেদনটি কমিশনের এখতিয়ারের বাইরে, তাহলে অভিযোগকারীর কী করা উচিত, সে বিষয়ে পরামর্শসহ পরবর্তী সাত দিনের মধ্যে অভিযোগকারীর ঠিকানায় লিখিত উত্তর পাঠাবে;
(৩) অভিযোগটি কমিশনের এখতিয়ারের মধ্যে হলে কমিশন অভিযোগের বিষয়টি তদন্ত করে দেখবে;
(৪) তদন্তে যদি মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয় প্রকাশ পায় তাহলে কমিশন অভিযোগকারী এবং অভিযুক্তের মধ্যে উদ্ভূত বিরোধটি মধ্যস্থতা ও সমঝোতার মাধ্যমে নিস্পত্তির চেষ্টা করবে;
(৫) মধ্যস্থতা সফল না হলে মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা বা অন্য কোনো কার্যধারা দায়ের করার জন্য কমিশন যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করবে। মনে রাখতে হবে, অভিযোগ করা বা অভিযোগ সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া, অভিযোগ করার আগে পরামর্শ করা ইত্যাদির জন্য অভিযোগ দায়ের থেকে নিস্পত্তির কোনো পর্যায়েই কোনো আর্থিক লেনদেন/ খরচ করার প্রয়োজন হয় না।

---



**চেয়ারম্যান**
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

২৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৬
১০ ডিসেম্বর ২০১৯

## বাণী

মানবাধিকার দেশের সীমারেখা দিয়ে সীমাবদ্ধ নয়। এ অধিকার মানুষের জন্মগত, যা কেউ কেড়ে নিতে পারে না। মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নে ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ কর্তৃক মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়। সে থেকে প্রতিবছর ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার দিবস পালিত হয়। এ দিবস প্রতিটি মানুষের মর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধিতে যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি আনন্দের। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পক্ষ থেকে আমি সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি আমাদের জাতির পিতা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষায় নিরলস কাজ করে গেছেন। তাঁর নেতৃত্বেই আমাদের সংবিধানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিতকরণের অঙ্গীকার রয়েছে; যা সার্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণাপত্রের সঙ্গে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ।

'মানবাধিকার সুরক্ষায় তারুণ্যের অভিযাত্রা'– এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে কমিশন থেকে আয়োজিত এবারের অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করায় দিবস পালনে নতুন উদ্যোমের সঞ্চার হয়েছে। তৃণমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্ণাঢ্য র‍্যালি, আলোচনা সভা ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে দিবসের নানা আয়োজনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে মানবাধিকারের সংস্কৃতির চর্চাকে বেগবান করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার মূল দর্শনকে ধারণ করে মানবাধিকার কমিশন এগিয়ে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে নবনিযুক্ত কমিশন বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কমিশনের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার জন্য ই-ফাইলিং চালু করার লক্ষ্যে কমিশনের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। দ্রুত ও সহজে অভিযোগ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অনলাইন অভিযোগ ব্যবস্থাপনা কার্যকর করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কমিশনের কার্যক্রমকে আরও যুগোপযোগী এবং স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে স্বকীয়তা আনয়নের জন্য কমিশনের একটি নিজস্ব ভবন নির্মাণ অত্যন্ত জরুরি বিধায় কমিশন থেকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

ইতোমধ্যে মানবাধিকার সুরক্ষায় বাংলাদেশের গৃহীত বেশ কিছু কার্যক্রম আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রশংসিত হয়েছে। মিয়ানমারে নির্যাতিত হয়ে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়ার পাশাপাশি সংকট মোকাবিলায় দূরদর্শী নেতৃত্ব ও মানবিকতার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মানবতার জননী খেতাবে ভূষিত হয়েছেন। পেয়েছেন আইপিএস ইন্টারন্যাশনাল অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড ও ২০১৮ স্পেশাল ডিসটিংশন অ্যাওয়ার্ড ফর লিডারশিপ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যুগোপযোগী অসাধারণ নেতৃত্বে নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ আজ বিশ্বে রোল মডেল। একইভাবে রাষ্ট্র পরিচালনায় তাঁর মানবিক গুণাবলির প্রতিফলন রয়েছে। আমরা আশা করি, তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ একটি মানবিক রাষ্ট্র হিসেবেও বিশ্বের বুকে রোল মডেল হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে।

মানবাধিকার সুরক্ষায় তারুণ্যের অভিযাত্রা নিশ্চিত করার মাধ্যমে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ে তুলব। মানবাধিকার দিবসে এই হোক আমাদের সম্মিলিত অঙ্গীকার। এ দিবস পালনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

**নাছিমা বেগম, এনডিসি**

---

## সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র-১৯৪৮

১) জন্ম থেকেই বেঁচে থাকার সম্মানজনক অধিকার
২) কারো প্রতি কোন বৈষম্য নয়
৩) স্বাধীন ও নিরাপদ জীবনের অধিকার
৪) কোন প্রকার দাসত্ব নয়
৫) নিষ্ঠুর নির্যাতন, অবমাননাকর আচরণ নিষিদ্ধ
৬) মানুষ হিসেবে পৃথিবীর সর্বত্র সমান অধিকার
৭) আইনের চোখে সবাই সমান
৮) বিচার আদালতে প্রতিকার লাভের অধিকার
৯) বেআইনীভাবে আটক বা দেশ থেকে নির্বাসন নয়
১০) নিরপেক্ষ বিচার লাভের অধিকার
১১) আদালতে দোষী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ
১২) ব্যক্তিগত গোপনীয়তা সুরক্ষার অধিকার
১৩) নিজ দেশে স্বাধীনভাবে চলাচলের অধিকার
১৪) নিজ দেশে নির্যাতিত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে ভিন্ন দেশে আশ্রয় লাভের অধিকার
১৫) জাতীয়তা লাভের অধিকার
১৬) বিবাহ এবং পরিবার গঠনের অধিকার
১৭) সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার
১৮) ধর্ম, বিবেক ও চিন্তার স্বাধীনতা অধিকার
১৯) মত প্রকাশের স্বাধীনতা
২০) শান্তিপূর্ণ সভা-সমাবেশ ও সমিতি গঠনের অধিকার
২১) গণতান্ত্রিক অধিকার
২২) সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার
২৩) স্বাধীনভাবে কাজ বেছে নেওয়ার অধিকার
২৪) বিশ্রাম ও অবসরের অধিকার
২৫) খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সেবা প্রাপ্তির অধিকার
২৬) সবার জন্য শিক্ষার অধিকার
২৭) মেধাসত্ব সংরক্ষণের অধিকার
২৮) মুক্ত বিশ্বে সকলের অংশীদারিত্বের অধিকার
২৯) অন্যের অধিকার সুরক্ষায় নিজের দায়িত্ব
৩০) মানবাধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারে না